দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 25 MAY 1986 ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ কলাম ১ ... ...

058

দিনাজপুরে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত ।। ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

বীরগঞ্জ, ২০শে মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—দিনাজপুর জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন চরম সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। ১৩টি উপজেলার অধিকাংশই প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা ও আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব সহ বিভিন্ন কারণে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়াও বই, কাগজ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি এবং অভিভাবকদের আর্থিক সংকট থাকায় জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান ও পরিবেশ সমগ্র জেলায় অবনতি ঘটেছে।

বীরগঞ্জ, বগহারোল, চিরির বন্দর, বিরল ও সদর উপজেলায় সরকারী বেসরকারী মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১৮টি। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪১৯ এবং ৯৯টি বেসরকারী। এই ৯৯টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় জনসাধারণের চাঁদা ও প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। জেলার ৫টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর এখনও সবগুলো পাকা ভবন গড়ে উঠেনি। অধিকাংশ সরকারী বিদ্যালয় খড়, ছন বা টিনের ছাউনি এবং চাটাই বা বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে এ সকল বিদ্যালয় গৃহের অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সামান্য ঝড় বৃষ্টি হলেই এ সকল বিদ্যালয়ের ছাউনি উড়ে যায় এবং নষ্ট হয় চারদিকের বেড়া। চলতি বছর কাল বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় ঘরগুলো মেরামত করা হয়নি। আকাশে মেঘ দেখলেই এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া ঝড়ের বিধ্বস্ত বিদ্যালয়গুলোর ক্লাস চলে গাছতলায় বা বাড়ী-ঘরে। আর যে সকল বিদ্যালয়ের ভবন পাকা রয়েছে সেগুলোরও কিছুকিছু ফাটল ধরেছে। বর্ষা মৌসুমে ফাটল দিয়ে পানি পড়ে। এছাড়া ছাদ ধসেও পড়ার আশংকা রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ক্লাস জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করতে হয়। দেখা গেছে কোন কোন বিদ্যালয়ে টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরী। কিন্তু কোন কোন বিদ্যালয় টিনের ছাউনি কিংবা বেড়া নেই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অপরিকল্পিতভাবে বিদ্যালয় ঘর নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ের টিন চোরে খুলে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অপর দিকে সরকারী ও বেসরকারী অধিকাংশ বিদ্যালয়েই টেবিল, চেয়ার বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ডসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব খুবই তীব্র। আসবাবপত্রের অভাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে মেঝেতে পাটি বা চট বিছিয়ে ক্লাস করতে হয়। শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দান করেন। এছাড়াও রয়েছে বিদ্যালয়গুলোতে খাবার পানির তীব্র অভাব। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে অর্ধেকেরও বেশী বিদ্যালয়ে নলকূপ নেই। যে সকল বিদ্যালয়ে নলকূপ রয়েছে তার অধিকাংশই বিকল হয়ে রয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পায়খানা, প্রস্রাবখানার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ও শিক্ষকদেরকে অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। স্থানীয় উপজেলাগুলোতে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা শূন্য শিক্ষকদের পদের হিসেব দেননি। এই শিক্ষকদের পদ পূরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনার অভিযোগ রয়েছে।

বই-পুস্তক-কাগজসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি এবং ক্রমাণ্বয়ে আর্থিক সংকটের কারণে জেলার ৫টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। গত ৫ বছর আগের চেয়ে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলক অর্ধেকের চেয়ে বেশী কমে গেছে। উপজেলার ক'টি বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে দেখা গেছে বিদ্যালয়গুলোর হাজিরা খাতার ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকার তুলনায় বিদ্যালয়ের উপস্থিতির হার খুবই কম। অপরদিকে শিক্ষকের উপস্থিতির হার অনেক কম ছিল। শিক্ষকের অনুপস্থিতির ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলাপ করা হলে তারা কোন কোন দিন একজন শিক্ষকও স্কুলে আসেন না বলে অভিযোগ করেন। এ সকল বিদ্যালয়ে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় আর্থিক মঞ্জুরি ও উন্নয়নের অভাবে এসব বিদ্যালয় বর্তমানে শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। বিদ্যালয়গুলোকে সরকারীকরণের জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা বারবার আবেদন করছেন।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা উল্লেখিত সমস্যাগুলোর কথা স্বীকার করেন।